কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে কিরানা ঘরানার ঐতিহ্য

আকলিমা ইসলাম কুহেলী *

[সারসংক্ষেপ : ভারতীয় উপমহাদেশে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের ঘরানাগুলোর মধ্যে কিরানা ঘরানা অত্যন্ত জনপ্রিয়। রসসিক্ত গায়নরীতি কিরানা ঘরানার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিরানা ঘরানার প্রবর্তক বন্দে আলী খাঁ (১৮৩০-১৮৯৫) এবং পরবর্তীকালে আব্দুল করিম খাঁ (১৮৭২-১৯৩৭), আমীর খাঁ (১৯১২-১৯৭৪) প্রমুখ সংগীতজ্ঞ এই ঘরানার প্রচার ও প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ তাঁর সুচিক্কণ ও সুরেলা কণ্ঠের মাধ্যমে সচেতনভাবে কিরানা ঘরানার গায়নশৈলী গঠন করেছিলেন। গায়কিতে লয়ের জটিলতা পরিহার করে তিনি প্রাধান্য দিতেন স্বরের শুদ্ধতাকে। তাঁর আদর্শে সেই গায়কি তাঁর শিষ্যধারায় পর্যায়ক্রমে রক্ষিত হয়ে এসেছে। বর্তমান প্রবন্ধে কিরানা ঘরানার ঐতিহ্য অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে।]

উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে যে সকল ঘরানা প্রচলিত তাদের মধ্যে কিরানা ঘরানা খেয়ালের একটি অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত গায়নরীতির ঘরানা নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ আব্দুল করিম খাঁ ও আমীর খাঁ'কে এই ঘরানার বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এই ঘরানার প্রবর্তকের নাম হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায় বন্দে আলী খাঁ'র নাম। এর কারণ হতে পারে যে, কিরানা ঘরানার তিনটি শাখার সন্ধান পাওয়া যায়। কেউ কেউ এই তিনটি শাখাকে সংক্ষিপ্ত করে কিরানা ঘরানাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

কিরানা ঘরানার সূত্রপাতে প্রথমে বলতে হয় ওয়াজেদ আলীর পুত্র আব্দুল করিম খাঁ থেকে। আব্দুল করিম খাঁ-ই এই ঘরানার প্রধান গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শিষ্য ছিলেন আব্দুল ওয়াহিদ, গনেশ চন্দ্র বেহরে, রামভাই কুন্দগোলকর (সওয়াই গান্ধর্ব), রোশনারা বেগম, সুরেশবাবু মানে, তারাবাঈ প্রমুখ।

দ্বিতীয় ঘরানার একটি ভাগ শুরু হয় আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ থেকে। তাঁর শিষ্য হীরাবাঈ এই ঘরানার বিস্তারলাভে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ভাস্কর রাও বুয়া, হীরাবাঈয়ের কন্যা তারাবাঈ ও পুত্র সুরেশবাবু মানে, ভীমসেন যোশী প্রমুখ এই ঘরানার প্রতিষ্ঠিত গায়ক ছিলেন।

আরেকটি কিরানা ঘরানার ধারা পাওয়া যায় বন্দে আলী খাঁ থেকে। বন্দে আলীর শিষ্যদের মধ্যে ভাইয়াসাহেব গনপতরাও ও তার ভাই বলবন্ত রাও, চুন্নাবাঈ, জোহরাবাঈ, আব্দুল আজিজ খাঁ (বিচিত্র বীণা) ওয়াহিদ খাঁ (বীণকার), মঙ্গল খাঁ এবং তাঁর পুত্র মুরাদ খাঁ (সেতার) উল্লেখযোগ্য।

তবে কিরানা ঘরানার ইতিহাস আরও প্রাচীন। ভারতের উত্তরপ্রদেশের শাহরানপুর জেলার কিরানা নগরে অনেক বিখ্যাত সংগীতজ্ঞের বাস ছিল। কথিত আছে যে, "মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর

*সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৬০৫-১৬২৭) গোপাল নায়কের কয়েকজন শিষ্যকে কিরানা নামক স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন" (অমল, ১৯৮৫ : ১৮৩)। তার মধ্যে বিখ্যাত ধ্রুপদি জ্ঞান সিংহ (জ্ঞান খাঁ) ছিলেন, যিনি মোগলদের সময় ধর্মান্তরিত হন। এই জ্ঞান খাঁ'র বংশধরেরা পেশাদার যন্ত্রসংগীত শিল্পী ছিলেন যারা কিরানায় বসবাস করে সংগীতের প্রচার ও প্রসার করেন। জ্ঞান খাঁ'র বংশধরেরা ধারী সম্প্রদায়ের সংগীতজ্ঞ বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা পেশাদার সংগীতজ্ঞের পাশাপাশি যন্ত্র সংগীতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ধারী সম্প্রদায়ের খলিফা মহম্মদ জমা খাঁ নানারকমের যন্ত্রবাদনে পারদর্শী, অতিগুণী ধ্রুপদি এবং অত্যন্ত দয়ালু ও সুফি ভাবাপন্ন শিল্পী ছিলেন। শাহরানপুরের বারনবা শরীফের শেখ খলিফা রমজানীর কাছে তিনি সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর তিন পুত্রের সকলেই উত্তম সংগীতজ্ঞ ও ধ্রুপদ তথা বীণাবাদনে পারদর্শী ছিলেন। জমা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাম জাফর খাঁ একজন প্রতিভাবান বীণাবাদক ও অতিগুণী ধ্রুপদিরূপে খ্যাত ছিলেন।

১৮৩০ সালে কিরানা নগরে ওস্তাদ গোলাম জাফর খাঁ'র পুত্র বন্দে আলী খাঁ'র জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক এবং যন্ত্রসংগীতে কিরানা ঘরানার প্রবর্তক। তিনি একদিকে যেমন যন্ত্রসংগীতে অতুলনীয় ছিলেন তেমনি বিখ্যাত ছিলেন ধ্রুপদি হিসেবে। তাঁর প্রথম পত্নী ছিলেন গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গায়ক হদ্দু খাঁ'র কন্যা এবং দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন চুন্নাবাঈ। তিনি জয়পুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, পুনে, ইন্দোরসহ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময় নিযুক্ত ছিলেন। সেইসময় খেয়ালি শিল্পী হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন এবং এর নিদর্শন স্বরূপ জানা যায় যে, একবার গোয়ালিয়রের মহারাজা মানসিংহ তাঁর সংগীতে এতটাই বিমোহিত হয়েছিলেন যে, তাঁকে খুশিমতো পুরস্কার প্রার্থনা করতে বলেন। তিনি কোনোরূপ ভীত না হয়ে সংকোচহীনভাবে সেই দরবারের সুন্দরী গায়িকা চুন্নাবাঈকে প্রার্থনা করেন এবং এভাবেই তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মুরাদ আলী খাঁ (বীণা), চুন্নাবাঈ (পত্নী), বলবন্ত রাও, আবদুল আজীজ খাঁ, আলাবন্দে খাঁ ও জাকির উদ্দিন খাঁ (জয়পুর), শাহ্মীর খাঁ (সারেঙ্গী) ওয়াহিদ খাঁ (বীণা), রজব আলী খাঁ, ভাইয়াসাহেব গনপতরাও, ইমদাদ খাঁ (সেতার), জোহরাবাঈ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ সালের ২৭ জুলাই এই মহানশিল্পী মৃত্যুবরণ করেন। ইন্দোরের মহারাজা শিবাজীরাও হোলকরের নিকট তিনি অধিক সময়কাল অবস্থান করেন। মৃত্যুর পর পার্বতীপুরের পির সাহেবের দরগায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতিবছর তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বহু সংগীতজ্ঞ সেই দরগায় সমবেত হন বলে অনেকেই বন্দে আলী খাঁকে ইন্দোর ঘরানার শিল্পী বলে মনে করেন। "যেহেতু বীণাবাদন ইন্দোরের প্রধান পরম্পরা এবং ইন্দোরের অধিকাংশ সংগীতজ্ঞই তাঁর শিষ্য ছিলেন, তাই তাঁকে ইন্দোর ঘরানার উৎস বললে কোন অংশে ভুল হবে না।" (অমল, ১৯৮৫ : ১৮৪)

ভাইয়াসাহেব গনপতরাও ছিলেন গোয়ালিয়রের রাজা জয়াজীরাও সিন্ধিয়া ও সুবিখ্যাত নর্তকী চন্দ্রভাগাবাঈ-এর সন্তান। তিনি ও তাঁর ভ্রাতা বলবন্ত রাও ছিলেন অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী। বন্দে আলী খাঁ'র এই শিষ্য ধ্রুপদ-ধামার গায়ক, অসাধারণ হারমোনিয়াম বাদক এবং ঠুমরি রচয়িতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুধু ঠুমরি ও তৎজাতীয় হালকা গান তিনি হারমোনিয়ামে বাজাতেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে অত্রৌলীর হারমোনিয়াম বাদক বশীর খাঁ, বিষ্ণুপুরের গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, গৌহরজানবাঈ, নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ'র বংশধর ও

বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক মির্জা নবাব সাহেব, মোতিবাঈ, গফুর খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

কিরানা ঘরানার যন্ত্রসংগীতের প্রবর্তক ওস্তাদ বন্দে আলী খাঁ'র আরেক শিষ্য ওস্তাদ রজব আলী খাঁ'র জন্ম হয় ১৮৭৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের নরসিংহগড় নগরে। তিনি একদিকে যেমন গায়নে খ্যাতিবান ছিলেন তেমনি পারদর্শী ছিলেন বীণা ও জলতরঙ্গ বাদনে। শুরুতে তিনি পিতা মঙ্গল খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। মঙ্গল খাঁ ছিলেন অত্যন্ত গুণী বীণা ও সেতারবাদক। পরবর্তীকালে তিনি বন্দে আলী খাঁ ও চুন্নাবাঈ-এর নিকট তালিম নেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠ ও শক্তিশালী গায়নশৈলীর জন্য তাঁকে 'সংগীত সম্রাট', 'সংগীত ভূষণ', 'সংগীত মনোরঞ্জন' ইত্যাদি উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে তাঁর শিষ্যের মধ্যে আমানত আলী খাঁ, বহরে বুয়া, কৃষ্ণরাও মজুমদার, কৃষ্ণ শংকর শুক্লা, উমরা খাঁ, গনপৎরাও দেবাসকর, লতা মঙ্গেশকরের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯ সালের ৮ জানুয়ারি দেবাস নগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিরানা ঘরানার গুণী শিল্পী ওস্তাদ শকুর খাঁ (১৯০৮-১৯৭৫) ছিলেন একজন সুবিখ্যাত সারেঙ্গিবাদক। তাঁর পিতা গফুর খাঁ অত্যন্ত গুণী সারেঙ্গিবাদক এবং ভূপাল রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি ওয়াহিদ খাঁ'র কাছে তালিম নেন। আকাশবাণীসহ দেশ-বিদেশের বহু সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হন। এছাড়াও বিভিন্ন দেশে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত সাংস্কৃতিক শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি বর্হিবিশ্বের অনেক স্থানে সংগীত পরিবেশন করেন। তাঁর যোগ্য দুই পুত্র মশকুর আলী খাঁ (১৯৫০) ও মুবারক আলী খাঁ (১৯৫৪) যথাক্রমে কণ্ঠসংগীত ও সারেঙ্গিবাদনে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

বিখ্যাত ধ্রুপদগায়ক ও বীণাবাদক ওয়াহিদ খাঁ ১৯ শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ইন্দোরের মহারাজা শিবাজী রাও হোলকরের দরবারে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর তিন পুত্রের সকলেই ছিলেন বিখ্যাত। প্রথম পুত্র মজিদ খাঁ মুম্বাইয়ে অনেক যোগ্যশিষ্য তৈরি করেছেন, দ্বিতীয় পুত্র বিখ্যাত গায়ক লতিফ খাঁ ইন্দোরের রাজদরবারে সংগীতজ্ঞ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র সজ্জন খাঁ ছিলেন সুবিখ্যাত সেতারবাদক। তান ও স্বরবিন্যাসে 'খণ্ডমেরু' রীতি প্রয়োগ করে তিনি একটি সুকঠিন গায়নশৈলীর প্রবর্তন করেন। খণ্ডমেরু প্রক্রিয়ার গায়নশৈলীতে আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠগায়ক। তাঁর শিষ্যের মধ্যে বেগম আখতার, হীরাবাঈ বড়দেকর, প্রাণনাথ, সুরেশ বাবু মানে, শকুর খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

ওস্তাদ শাহমীর খাঁ ছিলেন কিরানা ঘরানার আরেক গুণী সংগীতজ্ঞ। তিনি মোরাদাবাদের এক বিখ্যাত সংগীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওস্তাদ বন্দে আলী খাঁ ব্যতীত তিনি মোরাদাবাদের হজ্জু খাঁ'র নিকটও সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কণ্ঠসংগীতে পারদর্শীসহ উৎকৃষ্ট সারেঙ্গিবাদক ছিলেন। আমীর খাঁসহ তাঁর অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে আমান আলী খাঁ (মোরাদাবাদ, ইন্দোর ও ভিন্ডি বাজার) ও রসুলন বাঈ উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্রের অকোলা নগরে ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে কিরানা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আমীর খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শাহমীর খাঁ (শম্মু খাঁ) ছিলেন অতুলনীয় সারেঙ্গিবাদক এবং

উৎকৃষ্ট গায়ক। আমীর খাঁ ছিলেন অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী এবং তাঁর গায়কি ছিল অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির। লয়কারী নিয়ে তবলার সঙ্গে পাল্টা দেওয়া তিনি অপছন্দ করতেন বলে বিলম্বিত লয়ই তাঁর অধিক প্রিয় ছিল। শুরুতে আমীর খাঁ পিতার নিকট সারেঙ্গিবাদনে তালিম নেন। তবে গায়করূপে আত্মপ্রকাশের পেছনে কথিত আছে যে, আমীর খাঁ'র পিতা শাহমীর খাঁ একবার তাঁর এক শিষ্যের অহংকারী আচরণে রুষ্ট হয়ে আমীর খাঁকে গোপনে সংগীতশিক্ষা দেন এবং কিছুদিন পর এক সংগীতসভায় পুত্র আমীর খাঁ-কে গায়ন এবং সেই শিষ্যকে সারেঙ্গি বাজাতে বলেন। আমীর খাঁ'র সংগীতে নানাবিধ পাল্টা এবং জটিল স্বরবিন্যাসের সাথে সেই শিষ্য সারেঙ্গিবাদনে ব্যর্থ হন। আর এরপর থেকেই আমীর খাঁ গায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আমীর খাঁ'র গায়কিতে আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ'র গায়কির বিশেষ ছাপ ছিল। ওয়াহিদ খাঁ'র কাছে তালিম না নিলেও তাঁর গায়কি অনুসরণ করেছেন এবং আমীর খাঁ-ই এই গায়কি রক্ষা করবেন বলে ওয়াহিদ খাঁ মন্তব্য করে গেছেন। ওস্তাদ আমীর খাঁকে ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও ১৯৭১ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন এবং ১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত অমরনাথ, এ. টি. কানন, কমল ব্যানার্জি, সুরেন্দ্র সিংহ, তেজপাল সিংহ, মনীর খাঁ (সারেঙ্গি), মুকুন্দ গোস্বামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যপ্রদেশের দেবাস ও ইন্দোরের দরবারি সংগীতজ্ঞ বিখ্যাত বীণাবাদক ওস্তাদ মুরাদ আলী খাঁ সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মাতুল মঙ্গলু খাঁ'র নিকট। কিন্তু কিরানা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বন্দে আলী খাঁ'র বীণাবাদন তাঁকে এতটা আকৃষ্ট করে যে, তিনি বন্দে আলী'র শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক অত্যন্ত দক্ষ বীণাবাদক রূপে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে বাবু খাঁ (ইন্দোর ঘরানা), লতিফ খাঁ, মজিদ খাঁ, মসরুফ খাঁ (আহমেদাবাদ), মাস্টার কৃষ্ণরাও (কোলাপুর) উল্লেখযোগ্য। লতিফ খাঁ ও মজিদ খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় বীণাবাদনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে ইন্দোরের দরবারি সংগীতজ্ঞরূপে নিযুক্ত হন।

মধ্যপ্রদেশের নরসিংহগড়ে বিখ্যাত গায়ক এবং রুদ্রবীণা ও জলতরঙ্গবাদক রজব আলী খাঁ ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মঙ্গলু খাঁর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর পরবর্তী সময়ে বন্দে আলী খাঁ ও চুন্নাবাঈ-এর নিকট তালিম প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন রাজদরবারের সংগীতজ্ঞরূপে নিযুক্ত থাকেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে তাঁর শিষ্যের মধ্যে আমানত আলী খাঁ, বহরেবুয়া, গণপত রাও দেবাসকর, কৃষ্ণরাও মজুমদার, কৃষ্ণশঙ্কর শুক্লা, উমরা খাঁ, লতা মঙ্গেশকর উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯ সালে এই মহান শিল্পী মৃতুবরণ করেন।

স্বনামধন্য গায়ক এবং কিরানা গায়নশৈলীর প্রবর্তক আব্দুল করিম খাঁ (১৮৭২-১৯৩৭) কিরানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর অসাধারণ সংগীত প্রতিভা, সুরেলা সুচিক্কণ কণ্ঠ এবং আবেগময় গায়কি দিয়ে একটি ভিন্ন গায়নশৈলী প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর গায়কিতে তিনি স্বরকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। লয়কারী বা ছন্দের কাজ তাঁর কাছে ছিল গৌণ। অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য ও স্বরের শুদ্ধতা ছিল তাঁর গায়কির বৈশিষ্ট্য। পরিবারে সংগীতশিক্ষার পর ১১ বছর বয়সে (ভিন্ন মতে ৯ বছর) তিনি প্রথম প্রকাশ্য সভায় সংগীত পরিবেশন করেন। সাথে ছিল সহোদর লতিফ। এই দুই সহোদর মুলতানি ও পূরবী রাগে তান সরগম গেয়ে অত্যন্ত প্রশংসিত হন। খুব অল্পবয়সেই তিনি

সমগ্র ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। পুনেতে আর্য সংগীত বিদ্যালয় এবং মুম্বাইয়ে সরস্বতী সংগীত বিদ্যালয় নামক দুটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যেখানে তাঁর অনেক শিষ্য তৈরি হয়। কারণ, এই দুটি বিদ্যালয়েই গুরুকুল শিক্ষা পদ্ধতিতে তালিম দেওয়া হত। শোনা যায় যে, এইসকল শিষ্যদের থাকা খাওয়ার খরচও তিনি বহন করতেন এবং নিজে হল ভাড়া করে শিষ্যদের সেখানে গাওয়াতেন। আব্দুল করিম খাঁ'র আধ্যাত্মিক জীবনও ছিল অনেক উন্নতস্তরের। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কখনো ভেদাভেদ করতেন না। অন্যধর্মের ধর্মীয় সংগীতও তিনি গাইতেন। সুর ও শ্রুতির উপর তাঁর অত্যন্ত দখল ছিল। তাঁর গায়কি বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই আসে তাঁর বাঁশীর মতো কণ্ঠস্বর। সপ্তকে তাঁর আওয়াজ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বিলম্বিত খেয়ালে তিনিই প্রথম রাগবিস্তারের প্রচলন করেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। মধ্যসপ্তকে নীচের দিকে আওয়াজ লাগানোর সময় তিনি 'অ' বা 'হ' বর্ণের প্রয়োগ করতেন এবং বাকি সবটাই করতেন বোলবিস্তার। শুদ্ধ ও সুমধুরভাবে তিনি সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করতে পারতেন বলে বিভিন্ন মন্দিরে মন্ত্রপাঠের জন্য তিনি সমাদৃত ছিলেন। "ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ'র অসংখ্য যোগ্যশিষ্যের মধ্যে বালকৃষ্ণ বুয়া, কপিলেশ্বরী, বহরে বুয়া, মধুসুদন আচার্য, রোশনারা বেগম, শংকর রাও সরনায়ক, সুরেশ বাবু মানে (পুত্র), সওয়াই গান্ধর্ব, বিশ্বনাথ বুয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।" (দিলীপ, ১৩৮৪ : ২০৯)

> আবদুল করিম খাঁর গান ও গায়কির বিশ্লেষণ করা আর শর্মার রাবড়ির chemical analysis করা একই প্রকার পণ্ডিতমূর্খের কর্ম। আর সে-রকম মালমশলাও তেমন নেই, কারণ, ওঁর কোন লম্বা wire recording অনেক খুঁজেও কোথাও পাইনি। থাকার মধ্যে ওঁর 78 RPM রেকর্ডে চৌত্রিশখানি গান আছে, আর বরোদায় থাকাকালীন ওঁর যৌবনের খান তিরিশেক গান আছে, তাতে তৈয়ারি'র অংশই বেশি। প্রথমেই আসে ওঁর কণ্ঠ। সে আওয়াজ তারের নয়, বাঁশির। তফাত শুধু, তারসপ্তকে বাঁশির আওয়াজ তীক্ষ্ণ হয় না, ওঁর ওপর দিককার স্বরপ্রয়োগের মধ্যে তীক্ষ্ণতা ছিল ছুঁচের মত, যে-কারণে ওঁর শ্রুতি প্রয়োগ সহজসাধ্য হত। ওঁর মধ্যসপ্তকের নিচের দিকের আওয়াজে কিছুটা কৃত্রিমতা ছিল। উনি আওয়াজ লাগানয় আকার বড় একটা ব্যবহার করতেন না, অ বা হ বর্ণের প্রয়োগ করতেন। বাকি সবটাই ওঁর বোলবিস্তার ছিল। বিলম্বিত খেয়ালে রাগাবিস্তার, যতদূর খোঁজখবর ও গবেষণা করে দেখেছি, উনিই প্রথম প্রচলন করেন ও খেয়ালের রূপ পাল্টে দেন। আমাদের মার্গসঙ্গীতে এই বিপ্লবের জন্য ওঁকে রোম্যান্টিক বলা যায়, সেটা শুধু ওঁর lyrical স্টাইলের জন্য নয়। যে-অর্থে আমরা ফৈয়াজ খাঁকে Neo-classicist বলেছি, সেই অর্থে আবদুল করিম খাঁও আমাদের হিন্দুস্থানী খেয়াল সঙ্গীতের রোম্যান্টিক মুভমেন্টের জন্মদাতা। (কুমার, ১৪০২ : ২০৪-২০৫)

আব্দুর রহমান খাঁ (১৯০২-১৯৫৩) ছিলেন কিরানা ঘরানার আরেক দিকপাল শিল্পী যিনি সুরেশ বাবু মানে নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। সুরেশ বাবু মানে ছিলেন ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ ও তারাবাঈ-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা ও ওয়াহিদ খাঁ'র নিকট তিনি সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। কিরানা ঘরানার গায়নশৈলীর প্রবর্তক ও ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিল্পীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা পাওয়া যায় না। সুরেশ বাবু মানে নীরবে এবং নেপথ্যে সংগীত শিক্ষাদান করেই জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে বাসবরাজ গুরু, মানিক ভর্মা, ড. প্রভা আত্রে, ভীমসেন যোশী, মেনকা শিরোদকর, বসন্তরাও দেশপাণ্ডে, হীরাবাঈ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ'র দ্বিতীয় সন্তান সুবিখ্যাত গায়িকা হীরাবাঈ বড়দেকর সংগীতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি

লাভ করেন। তাঁর গায়নশৈলীতে পিতার ছাপ থাকলেও তিনি আব্দুল করিম খাঁ'র নিকট সংগীতে তালিম পাননি। হীরাবাঈ অধিকাংশ তালিম পেয়েছিলেন ওয়াহিদ খাঁ'র নিকট। তাঁর কনিষ্ঠ ভগ্নি সরস্বতীবাঈ রানের সাথে তিনি যুগলবন্দি গাইতেন। তিনি অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এবং অসংখ্য শিষ্য রেখে গেছেন।

কিরানা ঘরানার আরেকজন প্রসিদ্ধ গায়িকা ছিলেন বেগম আখতার। ১৯১৪ সালের ৭ অক্টোবর ভারতের উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ নগরে তাঁর জন্ম। মাতার নিকট সংগীতশিক্ষার শুরু হলেও পরবর্তীকালে ইমদাদ খাঁ, পাতিয়ালার আতা খাঁ এবং আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ-র নিকট তালিম নেন। ঠুমরি ও প্রসিদ্ধ গজলগায়িকা হিসেবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বাংলা ও উর্দু ভাষায় তাঁর অসংখ্য রেকর্ড রয়েছে। ১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর আহমেদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর ভারত সরকার কর্তৃক তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বেগম আখতারের সমসাময়িক কিরানা ঘরানার আরেকজন খ্যাতিনামা গায়িকা রোশনারা বেগম ১৯২২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সংগীতে অসাধারণ প্রতিভা দেখে তাঁর পিতা আব্দুল হক তাঁকে চাচা আব্দুল করিমের কাছে তালিম নিতে পাঠান এবং খুব অল্পসময়েই রোশনারা বেগম খ্যাতি অর্জন করেন। দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ সালে রোশনারা বেগম পাকিস্তানে চলে যান এবং ১৯৮২ সালে করাচিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আব্দুল করিম খাঁ'র সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য বালকৃষ্ণ বুয়া কপিলেশ্বরী কিরানা ঘরানার অত্যন্ত গুণী গায়ক এবং খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। কথিত আছে ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ তাঁকেই কিরানা ঘরানার প্রতিভূরূপে ঘোষণা করেছিলেন অর্থাৎ কপিলেশ্বরকেই খিলাফত দিয়ে সর্বসমক্ষে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ'র উপর মারাঠি ভাষায় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেও ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ'র গায়কিকে বাঁচিয়ে রাখার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের অধিকারী কিরানা ঘরানার সুবিখ্যাত গায়ক ও অভিনেতা সওয়াই গান্ধর্ব (১৮৭৫-১৯৪২)। তাঁর প্রকৃত নাম রামভাও কুন্দগোলকর। তৎকালীন মারাঠি মঞ্চের এই শ্রেষ্ঠ অভিনেতার একদিকে যেমন ছিল অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা অন্যদিকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী। কিরানা ঘরানার গায়করূপে অধিক পরিচিত হলেও অন্যান্য ঘরানার গায়কি সম্বন্ধেও তাঁর বিশদ জ্ঞান ছিল। তিনি বিভিন্ন শিল্পীর গায়নশৈলী আয়ত্ত করে নিজস্ব একটি গায়নশৈলী তৈরি করেছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে ফিরোজদস্তুর, ভীমসেন যোশী, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, সরস্বতীবাঈ রানে, ড. দেশপান্ডে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। "ফিরোজ দস্তুর ব্যতীত তাঁর শিষ্যের মধ্যে পন্ডিত ভীমসেন যোশী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়করূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।" (অমল, ১৯৯৫ : ১৯৮)

কিরানা ঘরানার নামকরণ অঞ্চলের নামানুসারেই রাখা হয়েছে। এই ঘরানার যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় সংগীতের চর্চা একসাথে হত। কিরানা ঘরানার গায়নশৈলী প্রধানত আলাপ প্রধান। কেউ কেউ খণ্ডমেরু রীতিতে স্বরবিন্যাস করতেন। তবে কিরানা ঘরানার বিশিষ্ট গায়ক আমীর খাঁ তাঁর গায়নে অনেক সময় বন্দিশের অন্তরা গাইতেন না।

আমীর খাঁ অনেক সময় অন্তরা গাইতেন না। দেখাদেখি বেশ কয়েকটি বঙ্গসন্তান অন্তরা গাওয়া

> বন্ধ করে দিয়েছিল এককালে। প্রশ্ন করায় এদেরই একজন বলেছিল, আমীর খাঁ তো অন্তরা গান না, তা কি তিনি গাইয়ে নন? উত্তরে মনে আছে বলেছিলাম, তার মানে অন্তরা না গেয়ে গানটাকে স্কন্ধকাটা করে দিলেই বাছা তুমি আমীর খাঁ হয়ে যাবে? এই যে সৌরভ গাংগুলি অনসাইড শট নিত না বা একসময়ে নিতে পারত না, তা হলে তো পুরো বেঙ্গল টিমের প্লেয়ারদের অনসাইড স্ট্রোকস বর্জন করা উচিত। আর জেনে রেখো আমাদের দেশে শ্রাদ্ধ আর নিয়মভঙ্গ একসঙ্গে হয় না। উপস্থিত আর একজন বলল, ক্রিকেটের উপমাই যখন দিচ্ছেন, এ গায়কি হল গাভাস্করের ইনিংস, ধীরে ধীরে পাহাড়ের মতো তৈরি হয় এর ইমারত। জবাবে বললাম, ভুল করছ। গাভাস্করের হাতে সব রকম স্ট্রোকস ছিল, তোমাদের গায়কির মুণ্ডু আছে আর ঠ্যাঙ আছে, ধড় মিসিং, বরঞ্চ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তার হাতে ছিল ফার্স্ট গিয়ার আর টপ গিয়ার, এগারো ঘণ্টায় ওপেন করে দুশ রান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে গ্যারি সোবার্সের সঙ্গে যুগ্ম রেকর্ড, এক ওভারের ছটা বলে ছটা ছয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিস্তার তারপর জেগে উঠে ঝড়ের মতো তান ও সার্গম। (কুমারপ্রসাদ, ২০০৩ : ৬৩)

কিরানা ঘরানার এই পদ্ধতি অন্যান্য ঘরানার শিল্পীদেরও প্রভাবিত করেছিল। এই ঘরানায় স্বরের শুদ্ধতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মীড়, কর্ণস্বর প্রভৃতি সহযোগে স্বরবিস্তার করা হয়। এই ঘরানায় বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের বন্দিশ সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টরূপে গাওয়া হয়। বিলম্বিত খেয়ালের গতি অপেক্ষাকৃত ধীর থাকে। তান, বোলতান, সরগম প্রভৃতি সুব্যবস্থিত রূপে গাওয়া হয়। এই ঘরানার দ্রুত খেয়াল সাধারণত ঠুমরি অঙ্গের হয়। কিরানা ঘরানার শিল্পীরা তাই ঠুমরি গায়নে অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে থাকে। আবেগময় ও কোমল সুরের গায়কির জন্য কিরানা ঘরানা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

কিরানা ঘরানার বন্দিশ

এই ঘরানার কোনো সুরকার (বাগ্গেয়কার)-এর নাম পাওয়া যায় না। তবে যে সকল বন্দিশ এই ঘরানায় গাওয়া হয় তার সুরস্রষ্টা কিরানা ঘরানার সংগীতজ্ঞরাই মূল বিবেচিত। নিম্নোক্ত বন্দিশটি দরবারি কানাড়া রাগে রচিত এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ। এর দুটি তুক রয়েছে – স্থায়ী ও অন্তরা।

রাগ – দরবারি কানাড়া
তাল – ত্রিতাল (মধ্যলয়)

স্থায়ী

জব সুধ লাগী তুমরে দরস কী
লাগী কলেজে পীর পীর দেখো।

অন্তরা

বিন্দাবন বংসীবট ত্যাগী
ত্যাগী যমুনা নীড়
আপহী জায়ে দ্বারকা ঠাড়ে
ঠাড়ী নদী কে তীর তীর দেখো ॥ (শন্নো, ১৯৯৫ : ৬১)

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
নিসা	রে	ম	রেসা	ধ	ধ	নি	–	রে	রে	রে	সা	রে	নি	সা	–
জয়	ব	স	সুধ	লা	স	গী	স	তু	ম	রে	দ	র	স	কী	স
রেরে	রে	রে	রে	সা	রেপা	গ	–	গ	–	গ	ম	রে	রে	সা	সা
লায়	গী	স	ক	লে	জেয়	স	স	পী	স	র	পী	স	র	দে	খো
০				৩				×				২			

অন্তরা

ম	–	প	–	ধ	ধ	ধ	ধ	সা	–	সাঁ	সাঁ	ধ	নি	রেঁ	সাঁ
বিন	স	দ্রা	স	ব	ন	ব	সন	সী	স	ব	ট	ত্যা	স	গী	স
নি	–	সাঁ	–	নি	সাঁ	রে	সাঁ	সাঁ	–	–	–	ধ	নি	প	–
ত্যা	স	গী	স	য	মু	না	স	নী	স	স	স	স	স	স	ড়
নি	নি	নি	নি	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	গ	–	গ	ম	রে	রে	সা	সা
আ	স	প	হী	জা	স	য়ে	স	দ্বা	স	র	কা	স	ঠা	স	ড়ে
রে	রে	রে	রে	সা	রে	প	গ	গ	–	গ	ম	রে	রে	সা	সা
ঠা	স	ড়ী	ন	দী	স	কে	স	তী	স	র	তী	স	র	দে	খো
০				৩				×				২			

দরবারি কানাড়ায় রচিত ও ত্রিতালে নিবদ্ধ আলোচ্যমান বন্দিশের শব্দচয়ন থেকে বুঝা যায় যে, বন্দিশটি বিরহের। প্রিয়াকে দেখার বাসনায় অন্তর ব্যথিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে আলোচ্যমান বন্দিশে। মধ্যলয় বা দ্রুত খেয়ালের এই বন্দিশটির স্বরবিন্যাস অত্যন্ত সাবলীল এবং সংগীত ক্রিয়া মোটামুটি দুই সপ্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেহেতু এই ঘরানায় স্বরের শুদ্ধতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তাই সাবলীল স্বরবিন্যাসকে গায়কগণ মীড়, কর্ণস্বর প্রভৃতির সাহায্যে অত্যন্ত মনোরঞ্জক করে উপস্থাপন করেন – যা এই ঘরানার একটি অন্যতম দিক বলে বিবেচিত।

রাগ – মেঘ মল্লার
তাল – ঝাঁপতাল (মধ্যলয়)

স্থায়ী

গরজে ঘটাঘন কাবেরী কারে
পাবস রুত আই।
দুলহন মন ভায়ে।

অন্তরা

রৈণ আঁধেরী বিজরী ডরাবে
সদারঙ্গীলে মহম্মদশা
পিয়া ঘর নাহি। (নার্গিস, ২০১১ : ১৬৮)

স্থায়ী

১	২		৩	৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০
মরে	মরে	|	মরে	মা	রে	|	সা	–	|	নি	–	প
গ	র		জে	ऽ	ঘ		টা	ऽ		ঘ	ऽ	ন
স্মা	–	|	রে	–	সারে	|	মরে	প	|	মপ	মরে	ম
কা	ऽ		বে	ऽ	রী		কা	ऽ		রে	ऽऽ	ऽ
নি	সা	|	মরে	ম	র	|	সা	সা	|	পনি	–	প
পা	ऽ		ব	ऽ	স		রু	ত		আ	ऽ	ই
মা	পা	|	সা	–	সা	|	পধ নিনি	পম	|	মরে	–	সা
দু	ল		হ	ऽ	ন		মऽ	নऽ		ভা	ऽ	য়ে
×			২				০			৩		

অন্তরা

ণম	প	।	নি	সা	নি়	।	সাং	–	।	সা়	–	–
রৈ	ऽ		ন	ऽ	আন্		ধে	ऽ		রী	ऽ	ऽ
							সাসাং					
ণনি়	সাং	।	রেং	–	সাং	।	রেংরেং	সাং	।	নিপম	নিসাং	রেং
বি	জ		রী	ऽ	ভ		রাऽ	ऽ		ऽऽऽ	ऽऽ	বে
ণনি	প	।	সানি়	সাং	সাং	।	সাং	সানি	।	রেং	সাং	–
স	দা		রং	গী	লে		মহ	ম্মऽ		দ	শা	ऽ
											ম	
ণস্মা॰	নি	।	সা়	রে়	সা়	।	নি	প	।	ম	রে	সা
পি	য়া		ऽ	ऽ	ঘ		র	ন		ऽ	ऽ	হি
×			২				০			৩		

কিরানা ঘরানার উল্লিখিত বন্দিশটি বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ সদারঙ্গ (**নিয়ামাত** আলি খাঁ) দ্বারা রচিত। বন্দিশটি মেঘমল্লার রাগে সৃষ্ট এবং ঝাঁপতালে নিবদ্ধ। ব্রজভাষায় রচিত বন্দিশটির দুটি তুক বা ভাগ রয়েছে – স্থায়ী ও অন্তরা। আলোচ্যমান বন্দিশে বৈরি আবহাওয়ায় ভীত হৃদয় ও প্রিয়ার অনুপস্থিতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বন্দিশটিতে তিনটি সপ্তকে স্বরবিন্যাস থাকলেও মোটামুটি দুটি (মুদারা ও তার) সপ্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি একটি মধ্যলয় বা দ্রুত খেয়াল। কিরানা ঘরানায় বিলম্বিত ও দ্রুত উভয় খেয়ালের বন্দিশ সংক্ষিপ্ত আকারে গাওয়া হয়। অনেক সময় স্থায়ী ও অন্তরা পূর্ণরূপে গাওয়া হয়না।

কিরানা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র



চিত্র-১ : ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ



চিত্র-২ : সওয়াই গান্ধর্ব



চিত্র-৩ : ওস্তাদ আমীর খাঁ



চিত্র-৪ : গাঙ্গুবাই হাঙ্গাল



চিত্র-৫ : পণ্ডিত ভীমসেন যোশী



চিত্র-৬ : বেগম আখতার

উপসংহার : ভারতীয় সংগীত প্রথায় ঘরানা শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, পূর্বে ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে অঞ্চলভেদে ভাষাগত পার্থক্যই ছিল মূলপ্রভেদ। কিন্তু মুসলমান শাসনামলে এতে পরিবর্তনের সুর বাজে। আরব, পারস্য প্রভৃতি বিদেশি সংগীত ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও প্রভাবে ধীরে ধীরে উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির বিবর্তন শুরু হয়ে বিকাশ হয় 'হিন্দুস্থানি সংগীত পদ্ধতির'। এই সংস্কৃতি দক্ষিণভারতীয় সংগীত পদ্ধতিকে তেমন প্রভাবিত করতে না পারলেও উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিগত কয়েক শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার উদ্ভব হয়েছে। এইসকল ঘরানাগুলোর সংগীতশৈলীর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকলেও বর্তমানে তার অধিকাংশই একে অন্যের সঙ্গে মিলে একাকার হয়েছে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সূচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন হলেও বৈদিক যুগকেই এর সঠিক সময় বলে মনে করা হয় এবং এই যুগের শেষভাগেই ধ্রুপদ গায়নরীতির প্রচলন হয়। এই ধ্রুপদ থেকে আবার বিভিন্ন গায়নরীতি বিকাশ লাভ করে। ফলে মধ্যযুগের শেষভাগে প্রচলন হয় খেয়ালের। মধ্যযুগের মুসলমান শাসনামলে নবাবদের চিত্তবিনোদনের জন্য দরবারগুলোতে খেয়াল গানের চর্চা শুরু হয় যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। খেয়াল গানের প্রচার ও প্রসার হয় ঘরানার মাধ্যমে। তবে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দরবারি সংগীতজ্ঞদের প্রথম বিপর্যয় ঘটে। কারণ, ঔরঙ্গজেব ছিলেন ঘোর সংগীতবিরোধী। তাঁর রাজত্বকালে যখন তিনি দরবারি সংগীতজ্ঞদের বহিষ্কার করেন তখন তাঁরা আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতচর্চা করতে থাকেন। যার ফলে অঞ্চলভেদে এইসকল

শিল্পীদের গায়নশৈলীর পরিচিতিরূপে তাঁদের নাম কিংবা অঞ্চলের নামে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ঘরানার। উক্ত সংগীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অনেক সৃজনশীল ও প্রতিভাবান শিল্পী যাঁদের সংগীত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের দক্ষতা ও জনপ্রিয়তার মাধ্যমে। বংশপরম্পরা ও শিষ্যপরম্পরার মাধ্যমে একটি সংগীত পরিবারের গায়নশৈলীই ঘরানারূপে মর্যাদা লাভ করে। এই পরম্পরায় কমপক্ষে তিনপুরুষ পর্যন্ত সংগীতচর্চা ও সাধনা থাকলেই পূর্বে তা 'ঘরানা' পদবাচ্য হত। বিভিন্ন ঘরানার কণ্ঠ তৈরি ও তার প্রয়োগবিধির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। আগ্রা ঘরানার ফৈয়াজ খাঁ কিংবা কিরানা ঘরানার আব্দুল করিম খাঁ'র গায়নশৈলীতে কণ্ঠ প্রয়োগে ভিন্নতা অনেক। কিরানা ঘরানার স্বরপ্রয়োগ অত্যন্ত সুমধুর ও কোমল হয়ে থাকে। অন্যদিকে আগ্রা ঘরানায় খোলা আওয়াজে স্বর প্রয়োগ করা হয়। আগ্রা ঘরানার খেয়ালগানে ধ্রুপদের রীতিতে নোম-তোম যুক্ত আলাপ করা হয়। অন্যদিকে কিরানা ঘরানার খেয়াল গানে স্বর দিয়ে আলাপ করা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে 'ঘরানা' তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীর কাছে এর গুরুত্ব অনেক। কিরানা ঘরানার কোমলতা, লয়কারী ও ছন্দের কারুকাজ একজন শিক্ষার্থীকে দ্রুত আকৃষ্ট করে, যা এই ঘরানার প্রচার ও প্রসারে অধিক লক্ষণীয়। কিরানা ঘরানার শিল্পীরা গায়কিতে স্বরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ তাঁর নিজস্ব গায়কি দিয়ে এই ঘরানাকে সমৃদ্ধ করেছেন যা তাঁর শিষ্য ও উত্তর সাধকদের মাধ্যমে রক্ষিত ও বাহিত হয়ে আসছে। তবে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি ঘরানাই তার নিজ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমৃদ্ধ, যা সর্বকালেই শ্রোতা দ্বারা সমাদৃত।

সহায়কপঞ্জি

অমল দাশ শর্মা (১৯৯৫)। *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*। দরবারি প্রকাশন, কলকাতা।

কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৪০২)। *কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গী*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

(২০০৩)। *খেয়াল ও হিন্দুস্থানি সংগীতের অবক্ষয়*। দেশ পাবলিশিং, কলকাতা।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৮৪)। *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রা. লি., কলকাতা।

নার্গিস নাসির (২০১১)। *খেয়াল রীতির গানের ঘরানা-ভেদে পরিবেশন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নান্দনিক বিচার* বিশ্লেষণ। সংস্কৃতি পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

শন্নো খুরানা (১৯৯৫)। *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*। ১০ ডি. এস. আই. ডি. সি. স্কিম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নয়াদিল্লি।

চিত্রসূত্র

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Karim_Khan#/media/File:Abdul_Karim_Khan.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Sawai_Gandharva#/media/File:SawaiGa ndharva.jpg

https://www.thehindu.com/features/friday-review/ustad-and-the-world-of-gharanas/article7535908.ece

https://en.wikipedia.org/wiki/Gangubai_Hangal#/media/File:Gangubai_Hangal.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Bhimsen_Joshi#/mS----edia/File:Pandit_Bhimsen_Joshi_(cropped).jpg

https://www.dayafterindia.com/2017/10/07/google-remembers-begum-akhtar-doodle